দৈনিক বাংলা

তারিখ ... ।। ।। ।৪০
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 1

র‍্যাগ ডে'র রগড়

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী ছাত্ররা বুধবার র‍্যাগ ৮০ পালন করেছেন। র‍্যাগ ডে'র আনন্দ-উল্লাসে প্রায় প্রতিবারের মত এবারেও একটু মাত্রাধিক্য ছিল। পটকাবাজি, হৈ-হুল্লোড়, পথচারীদের রং ছিটানো সবই হয়েছে। বেশ ভাল মাত্রাতেই হয়েছে। এমনকি র‍্যাগের তাণ্ডবে জনৈক বিদেশী নাগরিক ও একজন পরীক্ষার্থী সামান্য আহতও হয়েছেন। একান্তভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদায়ী ছাত্রদের এই র‍্যাগ ডে'র কর্দমাক্ত রং, হুল্লোড় আর বেহিসাবী চপলতা যখন এমন করে খোলা রাস্তা পর্যন্ত গড়ায় তখন সাধারণ নাগরিকরা উত্যক্ত বোধ না করে পারেন না। র‍্যাগ ডে-তে ছাত্ররা আনন্দ-উৎসবে মেতে উঠবেন এতে সাধারণের আপত্তির কি আছে? ছাত্রজীবন সমস্ত জীবনের একটা উল্লেখযোগ্য সময়। একটা মধুর অধ্যায়। এই অধ্যায়ের সমাপণী উৎসব একটু সমারোহ করে পালন করা হলে কারো তাতে অবশ্যই কিছু বলার থাকে না। কিন্তু উৎসব যখন উৎকট হয়ে ওঠে তখনই বোধহয় বিপত্তিও ঘটে। মাঝ রাতে পটকার শব্দে শংকিত নগরীর নিদ্রা ভেঙ্গেছে, কাজে যাবার পথে পোশাক নষ্ট হওয়ায় কেউবা পড়েছেন বিপদে। একের আনন্দ যদি অন্যের ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তখন এই আনন্দোৎসবের নির্মলতাটুকু কি নিঃশেষে মুছে যায় না?

র‍্যাগ ডে যারা পালন করেছেন তারা দেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে শিক্ষাগ্রহণ পর্ব সমাপন করে বের হবেন। দেশের মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিতদের মধ্যে তাঁরা। দেশের শিক্ষিত-শিক্ষাবঞ্চিত সব মানুষ তাদের কাছে দায়িত্বশীল অনুকরণীয় আচরণই প্রত্যাশা করেন। শিক্ষাজীবন শেষ করে এবার তারা কর্মজীবনে অংশ গ্রহণ করতে যাচ্ছেন। দেশের এঁরা ভবিষ্যৎ। কিন্তু সেই তারা আচরণের কী দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন দেশবাসীর সামনে?

ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই আবারও র‍্যাগ ডে পালিত হবে। প্রতি বছর শিক্ষা-পর্ব শেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা বিদায় নেবেন। তাঁরা আনন্দ-উৎসব করবেন। আমরা শুধু বলব, একের আনন্দ যাতে অন্যের হয়রানি কিংবা অস্বস্তির কারণ না হয়ে দাঁড়ায়, তারুণ্যের উচ্ছলতা যেন রূপহীন, রসহীন, দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটায়।